ভারতের দুর্দশা ও তার প্রতিকার

শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের ৮৯তম
জন্মদিনের বাণী

ভারতের দুর্দশা ও তার প্রতিকার

যাঁহারা সংবাদপত্র পড়েন তাঁহারা স্পষ্টতঃ দেখিতে পান বিশৃঙ্খলা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন অতিষ্ঠ। ইহার কারণ কি এবং ইহার প্রতিকার কি এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি ভারতের কল্যাণের জন্যই লিখিতেছি।

ভারতে এখন কোন নেতা নাই। নেতা বলিয়া মানা যায় এমন লোকও নাই। ভারতের দুর্দশা চলিয়াছে ৭১২ খৃঃ হইতে যখন সিন্ধু আক্রান্ত হয় মুসলমান দ্বারা, এই আক্রমণ ক্রমাগত ৭০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত সিন্ধুর রাজা দাহির পরাজিত হন এবং সিন্ধু লুণ্ঠিত হয়। দাহিরের রাজ পরিবারের প্রত্যেকটি সম্মানিতা মহিলাকে বর্বর সৈন্যদের দ্বারা প্রকাশ্যে ধর্ষণ করান হয়। বর্বরেরা সমস্ত সিন্ধু দেশ লুঠ, প্রকাশ্যে নারী ধর্ষণ, অমানুষিক অত্যাচার চালাইতে থাকে। রাজা দাহিরের দুইজন কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া আরবে আনা হয়। সেখানে তাহাদিগকে চার দেওয়ালে গাঁথিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ও অনাহারে রাখিয়া হত্যা করা হয়। এত বড় একটা আক্রমণ হইল, ক্ষত্রিয়দের বীরত্ব কম ছিল তাহাও নহে কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো প্রতি আক্রমণের জন্য কোন পরিকল্পনাই রাজা মহারাজাদের মনে স্থান পাইল না। সমস্ত ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গিরিবাসী, জঙ্গলবাসী শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলকে সম্মিলিত করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সহ আরব আক্রমণের কোন পরিকল্পনাই দেখা দিল না।

আসল কথা ভারতের নেতৃত্ব, মক্কেশ্বর শিবের দ্বারা যবনদিগকে বরদানের প্রভাবে যে দুঃসময় ভারতের উপর আসিল উহার প্রতিকারের কথা ভাবিল না।

আর্য্যগ্রন্থ অনুসারে আর্য্যাবর্ত্তের রাজা যযাতির রাজ্যকালে এক অপূর্ব ঘটনার সূত্রপাত হয়। যযাতি বৃদ্ধ হইলেন কিন্তু তাঁহার যৌন ভোগস্পৃহা কমিল না। তিনি ঋষিগণের সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া জানিতে পারিলেন যে যযাতির কোন পুত্র যদি নিজের যৌবন দান করে ও বৃদ্ধত্ব গ্রহণ করে তবে তিনি পুনঃ যৌবন লাভ করিবেন। তাঁহার প্রথম পুত্র ইহাতে রাজি হইলেন না। তাঁহার তৃতীয় পুত্র এই প্রস্তাবে রাজি হইলেন। রাজার আদেশ অমান্য করা হেতু তাঁহার প্রথম দুই পুত্রকে লিঙ্গমুণ্ডন করিয়া বেদাচার ও জ্ঞানলাভের অযোগ্য করিয়া হিমালয়ের পশ্চিমে নির্বাসন করিলেন। ইহারাই যুঃজাতির প্রবর্তক।

বলপ্রয়োগে ম্লেচ্ছাচার গ্রহণের জন্য তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা মক্কার কাবা মন্দিরে শিব দর্শনের জন্য সাধনা আরম্ভ করিলেন। সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব-পার্বতী দর্শন দিলেন। শিব বলিলেন, ‘‘তোমরা কি বর চাও গ্রহণ কর’’, তাঁহারা বলিলেন, ভারতবর্ষে আমাদিগকে বলপূর্বক যবন করা হইয়াছে। আমাদের বর দিন, আমরা (যবনরা) ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করিব, আর্য্য ধর্ম নষ্ট করিব, মন্দির ধ্বংস করিব, ভাষা নষ্ট করিব, নারীদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিব, ভারতের নেতারা যেন যবন আক্রমণে মৃতবৎ নিস্তেজ হইয়া থাকে, শিব বলিলেন, ‘‘তাহাই হইবে’’।

এইরূপ বরদানে পার্বতী অসন্তুষ্ট হইয়া শিবকে বলিলেন যে, তোমাকে ইহা সংবরণ করিতে হইবে। এইরূপ বরদানে আমার ভারতীয় সন্তানগণ অন্যায়ভাবে

নিষ্পেষিত হইবে। শিব বলিলেন, ''যাহা বলিয়াছি তাহাই হইবে। আমি ম্লেচ্ছ ও যবনদের অনাচারে এই মক্কা মন্দিরে আবদ্ধ থাকিব। তবে কোন ভক্ত যদি পুনঃ জলফুলে পূজা করে তখনই বরদানের প্রভাব শেষ হইয়া যাইবে। আমি মুক্ত হইব এবং কাবা মন্দির ত্যাগ করিব। যবনদের পতন হইবে। হিন্দুরা কুমারী পূজা ও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শন করুক, তাহাদের মধ্যে আবার বীরত্ব আসিবে।''

চৌদ্দশ হিজরি দিনাংক ২১।১১।৭৯ সনে মক্কার প্রাচীন পুরোহিত বংশধরগণ জল ফুল ও সেই সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রসহ মক্কার মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং সাতদিন মন্দির অবরুদ্ধ রাখিয়া জলে ও ফুলে মহাদেব বাবার পূজা করেন। ইতিপূর্বে বহু ব্রাহ্মণ সন্তানগণ মহাদেবের পূজা করিবার জন্য গোপনে মন্দিরে প্রবেশ করে এবং ধরা পড়িয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত হইয়াছিল। ২১।১১।৭৯ সনের মক্কার ঘটনায় সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়। তাহারা বলিতে থাকে কাবা অপবিত্র হইয়াছে। কিন্তু সেখানকার প্রকৃত ঘটনা গোপন করা হয়। ভারতের নেতা ও পত্রিকাগুলিও ইহার সত্যতাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। আমরা জিজ্ঞাসা করি মক্কার শিবকে যাঁহারা আর্য্যাচারে পূজা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই শূকরের বা কচ্ছপের মাংস লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, তবে কাবা অপবিত্র হইল কিভাবে? মক্কার শিবের মুক্তির স্মৃতি অথবা স্মরণার্থে আমরা শক্তিবাদ মঠে শিবস্থান স্থাপন করিয়াছি, হিন্দুরা সর্বত্র মক্কার শিবের স্মরণ কর ও জলফুল দাও। যাহাদের মনুষ্যত্ব আছে তাহারা জাগ্রত হইয়া ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করো। যাহারা বিজাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া পাকিস্তান গড়িয়াছে তাহাদিগকে পাকিস্তানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক। হিন্দু জনতার মধ্যে সত্য, ত্যাগ, বীরত্ব আবির্ভূত হউক, এজন্য প্রত্যেক হিন্দু শিবের মাথায় জলফুল দিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করুন। প্রার্থনা করুন, প্রণাম করুন।

সিন্ধুর আক্রমণ হইতে আজ পর্যন্ত সর্বত্র দেখা গিয়াছে হিন্দুবীর যোদ্ধারা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, হিন্দু নারীরা অপমানিতা, ধর্ষিতা ও অপ্রতিষ্ঠায় জীবন যাপনে বাধিতা এবং হিন্দু সম্পত্তি লুণ্ঠন ভালভাবেই চলিয়াছে। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠিত হইল। ১৭ বার আক্রান্ত হইল। ১৭ বারই হিন্দু রাজা যবনদের পরাজিত করিয়াও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া তাহাদের ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দেন। পাণিপথের যুদ্ধেও হিন্দু রাজাদের এই মূর্খতা শেষ হইল না। ইংরেজ ১৯৪৭ সালে ভারতের এক অংশে পাকিস্তান করিয়া ভারতের শাসনদণ্ড ভারতের নেতাদের হাতে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পাকিস্তানের হিন্দুরা বর্বর মুসলমানদের হাতে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও নারীদের অপমান স্বচক্ষে দেখিতে দেখিতে বহুকষ্টে ধনসম্পত্তি স্ত্রীপুত্রকন্যা হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া ভারতে প্রবেশ করিল। ভারতের হিন্দু নেতারা ইহার প্রতিকারে কেহই অগ্রসর হইল না। বরং মুসলমান পোষণ ও তোষণের বন্যা বহিয়া চলিল। এমনকি যাহারা মুসলমানের জুতো খাইয়া স্ত্রীকন্যা মা ভগিনীদের মুসলমানের হাতে সঁপিয়া দিয়া ভারতে আসিল তাহাদের মধ্যে আজও চেতনা দেখা দিল না। হিন্দুরা এইসব নেতাদের আর বিশ্বাস করিও না। এইসব নেতাগণকে মৃত জানিবে।

শিবের বাণী ছিল ভারতের হিন্দু নেতারা নপুংসক (নিস্তেজ) হইয়া যাইবে। ''এবমেব মহাদেবী কামরূপোধিপা শবে''। অর্থাৎ হে মহাদেবী এইভাবেই কামরূপের (ত্রিকোণাকার ভারতবর্ষের) সকল রাজাই শব (নিস্তেজ) হইবে।

ইংরেজ চলিয়া যাইবার পর দেশের নিস্তেজ রাজারা কংগ্রেসের ভাওতায় পড়িয়া ভাতা গ্রহণের বিনিময়ে নিজ নিজ রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যেই সেই কংগ্রেস সরকার রাজাদের ভাতা বন্ধ করিয়া দিল। প্রতিকারের জন্য কি করা কর্তব্য কেহই বুঝিল না। আমরা বলি যখন রাজার ভাতা পার্লামেণ্ট কাড়িয়া লইতে পারে তবে প্রজারাই দিল্লীর সিংহাসনকে খাজনার টাকা দিবে কেন। দিলেইবা প্রজা ও ভারতের কি কল্যাণ হইবে?

ইহার একমাত্র প্রতিকার সমগ্র ভারতে প্রতিটি রাজ্যে প্রতিটি জেলায় মন্দিরে মন্দিরে দেশীয় রাজার প্রজারা শিব নির্দেশিত কুমারী পূজায় আত্মনিয়োগ কর এবং উচ্চ বিকশিত মস্তিষ্কের এবং মেরুদণ্ডমধ্যস্থিত শক্তিশালী ব্রহ্মনাড়ীর অনুশীলনসহ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের কথা ভাব। শিবের বরদানের প্রভাব যত বৎসর থাকিবার কথা ছিল সে সময় কাটিয়া গিয়াছে। কুমারী পূজার সময় তোমরা ইহা লক্ষ্য রাখিবে কুমারী পূজার জন্য ৪ বৎসরের বেশী বয়স্কা কুমারী যেন নির্বাচন না করা হয়। শাস্ত্রে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত কুমারী পূজার কথা আছে। কিন্তু বর্তমানে নেতারা ৪০ বৎসর ধরিয়া যে সব প্রচার চালাইয়াছেন এবং যেভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে অল্প বয়সেই বালক বালিকার মনে সংসারলীলা ও টাকার নেশা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। যত দিন যাইবে ততই বহির্মুখিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। শিক্ষা বিভাগ, প্রচার বিভাগ, শাসন বিভাগ (পুলিশ) সকলই ধ্বংসের পথে, এখন সব দলবাজ নেতাদের লক্ষ্য কি করিয়া সহজে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সেনা বিভাগকেও সহজে অকেজো করিয়া দেওয়া যায়। কুমারী পূজায় কোন জাতিভেদ করা চলিবে না। 'জাতিভেদ ন কর্তব্যং কুমারী পূজনে শিবে'। এখন হইতে ঐ ৪ বৎসরের কুমারীই হইবেন ভারতের রক্ষক ও নেতা এবং উন্নত মস্তিষ্কবিশিষ্ট এবং শক্তিশালী ব্রহ্মনাড়ীর অধিকারী শিব হইবেন কুমারী মায়ের পরামর্শদাতা। ইহা ভিন্ন কাহাকেও নেতা মানিও না। উন্নত মস্তিষ্ক ও শক্তিশালী ব্রহ্মনাড়ীর অধিকারী শিবের কি লক্ষণ তাহা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে (ক্রমবিকাশের পথে) বিস্তারিত আলোচনা আছে। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন - ওঁ স্থিত্বাস্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে। শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাক্ষে। লিঙ্গং তদ্ব্রহ্মবাচ্যং সকলতনুগতং শঙ্করং (যাহা প্রণবময় এবং যাহা জীবনী শক্তিরূপে সুষুম্নামার্গে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত করিয়া অহংরূপ আত্মভাবকে প্রলীন করিতে সমর্থ, যাহা অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার, যাহা জ্ঞানময়, যাহা পরম ব্রহ্ম নামে খ্যাত, যাহা সমস্ত জীবে (ব্রহ্মনাড়ীরূপে) অবস্থান করিতেছেন, যাহা মঙ্গলময় এবং যাহা ব্রহ্মনামে খ্যাত এমন লিঙ্গই শঙ্কর।)

শক্তিবাদ স্বামীজী SCIA নামক একটি সংঘ স্থাপন করিয়াছেন। এই সংঘের পরিচালক পাঁচজন প্রধান নেতা আছে। তাহারা উন্নত মস্তিষ্কবিশিষ্ট শিব ও ৪ বৎসর বয়স্কা পূজিতা শুদ্ধা কুমারীর উপদেশবাণী অনুশীলন করুক। এই শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই প্রধান নেতা।

৪ বৎসরের শুদ্ধ কুমারী কন্যাই চণ্ডী বর্ণিত শৈলপুত্রী। এই কুমারীর নয়টি মূর্ত্তির কথা চণ্ডীতে বর্ণিত আছে।

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সিদ্ধিদাত্রী কালীমূর্ত্তিস্বরূপ একটি শুদ্ধ কন্যাও তপস্যা ও সাধনার বলে উচ্চ শক্তিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী হইতে পারে। একটি কন্যা কিভাবে পূর্ণস্তরে বিকশিত হইয়া সমাজের কল্যাণকারক হন এবং অসুরধ্বংস করেন উহার বিস্তারিত আলোচনা ক্রমবিকাশের পথে তৃতীয় খণ্ডে শক্তির ধ্যানে স্বামীজী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চিন্তাশীলমাত্রই উহা পাঠ করুন এবং শক্তিবাদ সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করুন। চার বৎসর বয়স্কা শৈলপুত্রীই প্রথম কুমারীর লক্ষণ। এই কুমারীর শেষ লক্ষণে সিদ্ধিদাত্রী মহাশক্তি। এই দেবীর চার হস্তে চার অস্ত্র আছে। প্রথম অস্ত্র শঙ্খ, এই শঙ্খ অসুরের বিরুদ্ধে প্রাথমিক রণধ্বনি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৌরবদের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুরাই শঙ্খ বাজায়, বর্তমানে তাহা কেবল দেশীয় রাজার প্রজারাই বাজাইবে তাহা নহে। কুমারী পূজা ও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবপূজার প্রভাবে সারা বিশ্বের হিন্দুরা সকাল সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে যবন নাশের কামনা করিয়া রণবিদ্যার সূচনাস্বরূপ ব্যাপক শঙ্খনিনাদ করিবে। এই শঙ্খধ্বনির ফলে যবন ও যবন তোষক নেতারা পৃথিবীময় সকলের নিকট হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

মায়ের দ্বিতীয় অস্ত্র চক্র। এই চক্রে যুগ যুগান্তর ধরিয়া হিন্দুর পূজ্য দেবতা নারায়ণ শত শত অসুরের শির ছিন্ন করিয়াছিলেন, চক্রের অন্য মানে অসুরের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগঠন।

মায়ের তৃতীয় অস্ত্র সন্ন্যাসীর যুদ্ধাস্ত্র। রাম বনে গিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু তীর ধনুক ত্যাগ করেন নাই এবং তাহার প্রয়োগও ভুলিয়া যান নাই। ত্রিশূল হইতেছে সন্ন্যাসীর যুদ্ধাস্ত্র। মায়ের হাতের চতুর্থ অস্ত্র হইতেছে কৃপাণ। কৃপাণ ক্ষত্রিয় যোদ্ধার অসুর নাশক যুদ্ধাস্ত্র। শক্তিবাদ সমাজে ইহার ব্যাপক অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন।

এখন হিন্দুরা নপুংসক এবং চিটিংবাজ নেতাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া কুমারী তত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব অনুশীলনে মন দিন। ইহাতেই আত্মকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ হইবে।

যে স্থানে প্রথম বৎসর কুমারী পূজা হইবে সেই স্থানে পরের বৎসর মহাশক্তি সিদ্ধিদাত্রী মায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি বৎসর সকলে মিলিতভাবে পূজা ও উৎসব পরিচালনা করিবে। ইহার ফলে ভারতের জনগণ শিবের বরদান হইতে মুক্ত হইয়া মা

পার্বতীর কৃপায় ও আশীর্বাদে শক্তিবাদীয় নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বগর্বে আবার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রথ হইতে মাটিতে অবতরণ করাইয়া যে দুর্গা স্তোত্র পাঠ করিতে বলেন তাহাতেও আমরা কুমারী স্তুতির কথাই পাই-

ওঁ নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে, মন্দরবাসিনি,

কুমারি কালি কপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে...

এখানে মাকে সিদ্ধ সেনা বলিতেছেন, অর্থাৎ সবরকম অস্ত্র প্রয়োগে পারদর্শিনী ও সুকৌশলী যোদ্ধা। বিকাশের পথে স্তরে স্তরে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হয়, দুর্বল স্তরের মোহ ও অসুরবাদীয় বর্বরতার মোহ না থাকিলে এই বিকাশের পথ বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না, শক্তিবাদিতাই সিদ্ধসেনানী। আর্য্যে - আর্য্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং সভ্যতাপূর্ণ ব্যবহার। যাহারা সভ্যতা মানে না এবং যে সভ্যতা ধ্বংসকারী অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চায় না সেই অনার্য্য। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিবার পরও যুদ্ধ করিতে চান নাই। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনার্য্য বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন।

মন্দরবাসিনী - মস্তিষ্কের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানকে মন্দর বলে। উহাই শক্তি পীঠ।

কুমারী - ব্রহ্মচর্য্যই কৌমার্য্য, ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যা। ব্রহ্মচর্য্যহীন তপস্যাকে তপস্যাই বলা চলে না। ছোট ছোট কুমারী কন্যাগণও সিদ্ধ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সংসারলীলা ভুলিয়া যায়। ইহারাই সিদ্ধ কুমারী, সিদ্ধ মহাপুরুষের জ্ঞানপ্রভাবে সেই কুমারীরাই জীবনের সিদ্ধদশায় মহাশক্তিরূপিণী হয়। ইহাদেরই প্রভাবে অসুর ও যবনদের ধ্বংস হয়।

মহাপুরুষের সান্নিধ্যে কুমারীদের কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার একটি সাধারণ উপমা দেওয়া যাইতেছে।

কুমারী পোকা বলিয়া এক ধরনের পোকা আছে। ইহাদের চেহারা অনেকটা ভীমরুলের মতো, যেভাবে এই কুমারী পোকা সৃষ্টি হয় তাহা এক রহস্যময়। এই কুমারী পোকারা জলের ধারে একরকম কাদা সংগ্রহ করিয়া একটা লম্বা বাসা প্রস্তুত করে। কিন্তু উহাতে নিজেরা থাকে না। এই বাসার মধ্যে প্রজাপতি জাতীয় এক ধরনের পতঙ্গের সবুজ লার্ভাকে ধরিয়া আনিয়া ঐ বাসায় ভরিয়া দেয়। তারপর মুখে এক ধরনের শব্দ করিয়া পোকাটিকে অজ্ঞান করিয়া দিয়া বাসার মুখ বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। কিছুদিন বাদ আসিয়া মুখ খুলিয়া দেয়, তখন দেখা যায়, ঐ লার্ভাটি প্রজাপতির আকারে না হইয়া কুমারী পোকারই রূপ গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

কালী - ইনি আদ্যাশক্তি। ইনি সমস্ত শক্তির মূল।

কপালী - মস্তিষ্কের মধ্যে কপালই বুদ্ধি বা বিবেক স্থান। বিবেকহীন মূর্খের ধর্ম অনুসরণ করিবে না। তবেই মহাশক্তির উপাসনা সফল হইবে।

কপিল - পীতবর্ণ শক্তির নাম কপিল, ইনি শত্রুমর্দিনী বগলামুখী দেবী। কৃষ্ণপিঙ্গলে - মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত আদ্যাশক্তির কেন্দ্র আছে। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, মস্তিষ্কের অপরপ্রান্তে (গণেশ কেন্দ্রে) পিঙ্গলবর্ণা বগলাদেবীর অবস্থান। স্তোত্রের অন্যান্য অংশের বর্ণনা শক্তিবাদভাষ্য গীতায় দেখুন।

বিশ্বের সর্বত্র শিব প্রবর্তিত ভৈরবী চক্রের শাখা প্রসারিত

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মমূলক ধর্ম পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হইয়া চলিয়াছে। শক্তিবাদ সাধনার গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত অভিষেক মন্ত্রগুলিতে শাক্তধর্ম যে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত ছিল তাহার উল্লেখ আছে। আমরা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে বহু স্থানেই বলিয়াছি কাশীর বিশ্বনাথ শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া আদিগুরু শিব প্রবর্তিত ভৈরবী চক্রের শাখা প্রশাখা পূর্ব গোলার্ধ হইতে পশ্চিম গোলার্ধ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পূজার শুরুতে আসনশুদ্ধির মন্ত্রে মেরুপৃষ্ঠ ঋষির উল্লেখ আছে। ইনি উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সংযোগস্থলে বসিয়া প্রথম ঈশ্বর উপাসনা করিয়াছিলেন। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা ভারতের অধ্যাত্মধর্মের প্রতীক। রামায়ণে প্রসিদ্ধ কাক-ভূষণ্ডী (ঈগল) ইহাদের আদি পুরুষ। ইনি পূর্বজন্মে ঋষি ছিলেন। ইহারা অধ্যাত্মবাদী, জন্মান্তরবাদী ও সূর্য্য উপাসক। এখনও রেড ইণ্ডিয়ানরা মস্তকে শিখা ধারণ করে, পাঁচশত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ইহারা নির্যাতিত হইলেও নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্যাগ করে নাই এবং খৃষ্ট ধর্ম বা লিঙ্গকাটার ধর্ম গ্রহণ করে নাই। রেড ইণ্ডিয়ান ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে 'কচিনা' নামে যন্ত্র লইয়া খেলা করে ইহাই আমাদের কালীযন্ত্র। কচিনাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই কালী।

১৯৭৪ সনে আমেরিকার রোজবাড নামক স্থানে সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধের রেড ইণ্ডিয়ানগণ প্রথম সমবেত হন এবং প্রস্তাব করেন তাহারা সকলে মনুর বংশধর। উত্তর আমেরিকায় আজও তাহারা নির্যাতিত হইলেও দক্ষিণ আমেরিকার দুইটি দেশে তাহাদের সভ্যতা অনেক উদ্ধার করিয়া লইয়াছে। ইহার একটির নাম মেক্সিকো অপরটি ব্রাজিল। মেক্সিকো হইতেছে মায়া অক্ষিকা দেশ, ইহাদের সভ্যতাকে এখনও পৃথিবীতে 'মায়া' সভ্যতা বলা হয়। মহীরাবণ এখানকার রাজা ছিলেন, মায়াবলে তিনি রাম লক্ষণকে হরণ করিয়াছিলেন। রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর এই মায়াসভ্যতা দর্শন করেন।

আমেরিকা (অমরিকা) অতি প্রাচীন অমরভূমি (বা দেবভূমি), কানাডা কণাদ ঋষির তপোভূমি, নায়গ্রা (অঙ্গিরা) অঞ্চল অঙ্গিরা ঋষির তপোভূমি। সেখানে অঙ্গিরা নদী এখনও বিদ্যমান। সেই নদীতে শক্তিবাদ স্বামী ১৯৭৩ সনে কানাডায় অবস্থান কালে ঋষি অঙ্গিরাকে স্মরণ করিয়া স্নান তর্পণাদি সম্পন্ন করেন। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবী ব্যাপী জল-জগতের দুইটি ভূখণ্ড, এই ভূখণ্ড দুইটি যে কূর্ম (কচ্ছপ) দেবতা ইহাও আসনশুদ্ধির মন্ত্রে রহিয়াছে। দূর হইতে ভূখণ্ড দুইটিকে ভাসমান কচ্ছপ পৃষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। এইখানে বসবাসকারী রেড ইণ্ডিয়ানরা কচ্ছপের অস্থি দ্বারা নির্মিত বাদ্য যন্ত্র বাজাইয়া অতি সুন্দর নৃত্য ও মন্ত্র গান করে। এই গানগুলির মর্মার্থ জানিতে পারিলে হয়তো পৃথিবীর আদি সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্র যে পশ্চিম গোলার্ধে একদা বিস্তৃত ছিল তাহা উদ্ধার করা যাইবে।

আজকাল প্রায়ই পত্রিকায় প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের কথা প্রকাশ হইতেছে। ২০.১২.৮৭-তে বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশ সোভিয়েত রাশিয়ার বাকুতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, পূর্বে কালী মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছিল। World

Conqueror Shaktibad 1st Part - পুস্তকে বিশ্বের শিব পীঠগুলির নামের অপভ্রংশ হইয়া বর্তমান দেশগুলির নাম হওয়ার কথা আছে। সাইবেরিয়া - শিববাড়িয়া, সাইপ্রাস - শিব প্রয়াস, কাশ্যপ শিবের নামেই ক্যাসপিয়ান সমুদ্র, এইখানেই শাপগ্রস্ত শকুন্তলা তাঁহার পুত্র ভরতকে লালন পালন করিয়াছিলেন, ভরতের নামানুসারেই ভারত। মোক্ষেশ্বর শিবই মস্কো, এইভাবে গিরীশ নাথ শিব হইতে গ্রীস, জীবননাথ শিব হইতে জাপান, কুণ্ডেশ্বর শিব হইতে কোরিয়া, চণ্ডেশ্বর শিব হইতে চীন, পরাশিব - পারস্য, বরণীয় শিব - বারলিন, রমনীয় শিব - রোম, মিশরের বিখ্যাত পিরামিডই পরামৃত শিব, আমাদের মস্তিষ্কের গুরু পাদুকা কেন্দ্রে যে পরামৃত পীঠ অবস্থিত, উহার আকারের সহিত পিরামিডের সাদৃশ্য আছে। ভেটিকান লিঙ্গ নামে শিবলিঙ্গ ভেটিকান শহরের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে, মোক্ষ হইতে মক্কা এবং কৈবল্য হইতে কিবলা কথার উৎপত্তি, মক্কার শিবের বন্দীদশা, শিবের বরদান ও গত ২১.১১.১৯৭৯তে শিবের মুক্তির কথা 'শক্তিবাদীয় নবদুর্গাপূজা' ও 'World Conqueror Shaktibad' পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অরব শিব হইতে আরব, অরব মানে মৌন। পরেশনাথ শিব হইতে প্যালেস্টাইন, এরিয়ান (আর্য্য) কথারই অপভ্রংশ ইরান, ১৭.৩.৮৭-তে আজকাল পত্রিকায় প্রকাশ ইরানে ৩০০ বৎসরের বেশী পুরানো মূর্তি চিত্র শোভিত মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। ওমানে বসবাসকারী একজন ভারতীয়ের নিকট আমরা জানিতে পারিয়াছি ওমানের ম্যাসকট্ নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান, সেখানে হিন্দুরা নিয়মিত পূজা দেয় এবং এই বৎসর (১৯৮৭)-তে সেই শিবমন্দিরে কলিকাতা হইতে দুর্গামূর্তি লইয়া দিয়া দুর্গা পূজা সম্পন্ন হইয়াছে। মুসলমানরাও সেই মন্দিরে যায় কিন্তু পূজা দেয় না। বর্তমান পত্রিকায় ১২.৬.৮৭-তে প্রকাশ ব্রাজিলে একটি অতি প্রাচীন মানমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা সম্ভবত এইটাই পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন মানমন্দির। মন্দিরগাত্রে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও ধূমকেতুর ছবি আঁকা আছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ছবিও রহিয়াছে। পদার্থবিদদের মতে এই আবিষ্কার পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বয়স ৩৫ হাজার থেকে টেনে তিন লক্ষ বছরে নিয়ে গেল এবং প্রমাণ করল মানুষ বহুযুগ আগে থেকেই সৌরমণ্ডল নিয়ে পরীক্ষা চালাইতেছে।

প্রায় একশো বছর আগে আবিষ্কৃত ইংল্যাণ্ডের মারগেট গুহার মধ্যে একটি স্তম্ভের গায়ে হিন্দুত্বের বহু চিহ্ন আছে। সেখানে খোদাই আছে কচ্ছপের ছবি, বিষ্ণুর পৃথিবী ধারণের চিত্র। গুহার চারিদিকে আছে শঙ্খের চিত্র, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন নক্ষত্রের ছবি। একটি দেওয়ালে আছে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডের চিত্র। গুহার চারিদিকে এসব দেখিয়া ধারণা হয় যেন কোন হিন্দুমন্দির।

আমরা বিভিন্ন পত্রিকা গোষ্ঠীর নিকট শক্তিবাদ প্রকাশ করিবার আবেদন করিয়াছি কিন্তু তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, শক্তিবাদ তাঁহারা ছাপিবেন না। আমরা বলিয়াছি, আপনারা শক্তিবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাই ছাপুন, তাহাতেও পত্রিকা প্রকাশকরা রাজি হন নাই। দুর্গাপুর হইতে প্রকাশিত একটি ছোট পত্রিকা 'যুগহিতৈষী'তে আমরা প্রায় নিয়মিত শক্তিবাদ প্রকাশ করিতে দেখি, এইজন্য প্রকাশককে নিশ্চয়ই শক্তিবাদীরা শ্রদ্ধার চোখে দেখিবে এবং তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিবে। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট শাসন

ব্যবস্থার কু-ফলের কথা ৫০ বৎসর পূর্বেই শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামীজী ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিতেছে। যুগহিতৈষীতে প্রকাশিত এইরূপ একটি লেখা আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

কঠোপনিষদের একটি শ্লোক ও শক্তিবাদতত্ত্ব

যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি
তং দেবা গর্বে অর্পিতাশতু নাত্যেতি কশ্চনঃ
এতদ্বৈতৎ॥

যাহা হইতে সূর্য উদিত হন এবং যাহাতে অস্তগত হন, সেই আত্মাতে সমস্ত দেবতা অর্পিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কাহারও অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ তিনিই সকলের আত্মা।

শক্তিবাদ তত্ত্ব: সূর্য কোথায় উদিত হন? বৈদিক ধর্মমতে সূর্য হইতেছেন সগুণ ব্রহ্ম। বৈদিক ধর্মমতে সগুণ ব্রহ্মের পাঁচটি স্তর: গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। গণেশ - গণবাদ, সূর্য - জ্যোতিঃবাদ, বিষ্ণু - সমাজবাদ, শিব - ধর্মবাদ, শক্তি - অসুরবাদ বিরোধী ও দুর্বলবাদ নাশক শক্তিবাদ। শক্তিবাদের মতে মূল মহাশক্তির তিনটি স্তর। ১) ইহার একটি স্তরে আটটি মূলশক্তি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল। ২) দ্বিতীয় স্তরে আটটি মূলশক্তি সমষ্টিরূপে অবস্থিত এবং এই সমষ্টিশক্তি ক্রিয়াশীল। ৩) সমষ্টি অষ্টশক্তি নিষ্ক্রিয় স্তরও আছে এবং উহাই 'নির্গুণ ব্রহ্ম' নামে খ্যাত। সূর্য দেবতার কিরণে সাতটি রঙ। অন্ধকারকে বা কালো রঙকে ধরিলে আটটি হয়। মূল অষ্টশক্তির সমাবেশেই সূর্য কিরণের সপ্তবর্ণ। সপ্তবর্ণই সূর্যের সপ্তাশ্ব।

গণেশ স্তরের মতবাদই গণবাদ। পশ্চিমের গণবাদের ভিত্তিতে ভারতে যে গণবাদের আন্দোলন ও সংগঠন চলিয়াছে উহা ভয়ঙ্কর বিষ ফল প্রদান করিবে। মন্ত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, কেহই সেই মহাশক্তিকে বা আত্মশক্তিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত নহে। কিন্তু পশ্চিমের গণবাদে অধ্যাত্মভিত্তি নাই। শক্তিবাদের প্রচার বৃদ্ধি হইলে উহা স্বতঃই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ভারতে সূর্যস্তরের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রবাদের ভিত্তি দেওয়া হইয়াছে উহার ফলও অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়াছে। ভারতের সমাজবাদের ভিত্তিতে কোন ভাল নেতা ও সংগঠন দাঁড়ায় নাই। শিবপিণ্ডের প্রতীক শিবমূর্তি স্থাপনা করিয়া ভারতধর্মের শত্রু ও ভারতকে খণ্ডনকারী দুর্জনগণে বর্ণাশ্রম ধর্মসমাজবাদে পরিবর্তন করিবে। মূর্খ নেতারা সেকুলারিজম রাষ্ট্রবাদ করিয়াছে। শক্তিবাদ উহাকে বেদবাদী রাষ্ট্র করিবে এবং অসুরবাদ ধর্মকে সমূলে বহিষ্কার করিবে। খণ্ডিত ভারতকে শক্তি প্রয়োগ করিয়া অখণ্ড করিবে। গান্ধীবাদীদের দ্বারা প্রবর্তিত কনস্টিটিউশন সংশোধন করিতে হইবে। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করিতে হইবে। সরল সংস্কৃতকে কথ্য ভাষারূপে গড়িয়া লইতে হইবে। ইংরেজী ভাষাকে ইংরেজ যেস্থানে দাঁড় করাইয়া গিয়াছে উহাকে সেই স্থানে রক্ষা করিতে হইবে। ইংরেজী ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হইবার দরুণ

শক্তিবাদ উহাকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করিবে। বিশ্ব কল্যাণে এবং শক্তিবাদ প্রচারে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন আছে।

পূর্বমন্ত্রে অরণ্যনিহিত অগ্নির কথা বলা হইয়াছে। সূর্যকিরণে যেমন সাত বর্ণের সংস্থান আছে অগ্নিতেও সপ্ত জিহ্বার কথা আছে। এই সপ্তজিহ্বা মূল সপ্ত (শক্তিবাদের মতে অষ্ট শক্তি) শক্তির প্রতীক 'শরীর মধ্যস্থিত অগ্নি'। মনোমধ্যস্থিত অসুর নাশক 'তেজ' এবং সৃষ্টির মূলস্থিত অধিশক্তি তত্ত্বতঃ এক। শক্তিসাধনা এবং তপস্যার মধ্য দিয়া মূলশক্তিতে আসিতে হইবে এবং সর্বতোভাবে শক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

আজকাল বহু নেতাকে অধ্যাত্মবাদ বিষয়ে কথা বলিতে শোনা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থায় বেদ উপনিষদ ও ধর্ম শিক্ষাকে যুক্ত না করিলে অধ্যাত্মবাদের ভিত্তি কখনই গড়িয়া উঠিবে না, ইহা আমরা বহু পূর্বেই বলিয়াছি। এইখানে আমরা উপনিষদের প্রথম মন্ত্র ও তার শক্তিবাদভাষ্য প্রকাশ করিলাম।

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চিজগত্যাংজগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ্য কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

পৃথিবীতে যত রকম পদার্থ আছে, সবই ঈশা দ্বারা (ঈশ্বর, ব্রহ্ম বা আত্মা দ্বারা) ব্যাপ্ত। এইরূপে ব্রহ্ম দর্শন না করিলে তুমি ভোগী হইবে। তুমি কাহারও ধনে অভিলাষ করিও না। শক্তিবাদ ভাষ্য - এই মন্ত্রে বেদের ঈশ্বরবাদ এবং অবৈদিকের অহংবাদ ও নাস্তিক্যবাদের মূলীভূত পার্থক্য বিষয়ে বলা হইল। ঈশ্বরবাদীরা যাহাকে ঈশ্বরের বিশ্বরূপ বলেন নাস্তিক্যবাদীরা তাহাকেই ভোগ্য বিষয়রূপে দর্শন করেন এবং ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। যে সব ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরকে আকাশে অবস্থানকারী এবং স্বর্গ ও নরক দাতা ব্যক্তি বিশেষ মনে করেন, তাহারাও যে নাস্তিক্যবাদী ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ঈশ্বর ব্যাপক, যাহার ব্যাপকত্ব নাই এমন বস্তুকে বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর মানিলে উহাও ঈশ্বর মানা হয় না। এজন্যই আকাশে ঈশ্বর থাকেন, ইহা মানিয়া অহং মত্ত মক্কাবাদী বর্বররা কাফেরদের ধন, স্ত্রী ও সম্পত্তি লুণ্ঠনের এবং কাফের উচ্ছেদের অনুকূলে মতবাদ এবং রাষ্ট্র স্থাপনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। (কোরান - আঃ ১৯। সুরা ৯। সুরা বরায়ত আঃ ৫, আঃ ১৪, আঃ ৩॥ সুরা ৮, আঃ ৩৯।১)। এখানে বেদমন্ত্রে স্পষ্ট বলিয়াছে, কাহারও ধনে আশা করিও না। অহং মত্ত ও জড়বাদী কম্যুনিস্টরা অন্য যে কোন লোকের ধন কাড়িয়া লইবার পক্ষপাতী। সম্পত্তি ও ধন কাড়িয়া লইবার জন্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র এবং কম্যুনিস্ট প্রভাবিত ডেমোক্রেট রাষ্ট্র একভাবেই দুষ্কার্যে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বুকে কম্যুনিস্ট প্রভাবিত ডেমোক্রেট রাষ্ট্রে আজ নীতিহীনতা, শোষণ, কর্মহীনতা, ভেজাল এবং না খাটিয়া বা কম পরিশ্রমে অধিক ধনলোভ প্রত্যেকটি মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছে। বেদ বলেন, কাহারও ধনে আশা করিও না। ব্যাপক ঈশ্বরে মন দাও, উহাই শান্তির পথ, আত্মহন হইও না, এই বিজ্ঞানে রাষ্ট্র গঠন কর, অসুর ধর্ম, অসুর সমাজ ও অসুর রাষ্ট্র উচ্ছেদ কর।

বৈদিক পঞ্চায়েত ও কলাবাদ

আমরা প্রত্যেককে বৈদিক পঞ্চায়েত ও কলাবাদ বুঝিতে অনুরোধ করি। প্রাচীন ভারতে মনুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থার ভিতর দিয়া বৈদিক পঞ্চায়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে ধর্মহীন পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থার ফলে মানুষ কেমন অপুষ্ট, আসুরিক ও স্বার্থপর হইয়াছে তাহা চিন্তাশীল মাত্রই বুঝিতে পারেন। বৈদিক পঞ্চায়েত ঋষি, রাজা ও বিশেষ বিধানে নির্বাচিত মন্ত্রীর সমষ্টিতে গঠিত হইত ফলে ইহা শক্তিশালী ও সকলের বিকাশের অনুকূল হইত। সমাজে মুটে মজুরের সংখ্যা এত বেশী যে ডেমোক্রেটিক (গণতান্ত্রিক) শাসন কখনও উন্নত ও সুন্দর হইতে পারে না। ভারতবাসীর কর্তব্য এই বিধানকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া নিজস্ব পঞ্চায়েত বিধান প্রবর্তন করা। সমাজতত্ত্বের বিচারে গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়াই পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। গণেশ - বিচারক, বৈজ্ঞানিক ও স্থপতি বিভাগ, সূর্য্য - শিক্ষা প্রচার, চিকিৎসা, কলা (Art) ও জ্যোতিষ বিভাগ। বিষ্ণু - শাসন, ব্যবসায়ী, বৃহৎ শিল্প ও কৃষিবিভাগ। শিব - (নিম্ন শিব) কায়িক শ্রমবিভাগ, শিব (উন্নত শিব) - ঋষি ও যোগী বিভাগ। শক্তি - সেনা বিভাগ। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রধান দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রীদেব লইয়া পঞ্চায়েত গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে কেহ অযোগ্য হইলে জনসাধারণ ও উক্ত বিভাগ আন্দোলন করিতে পারিবে। নির্বাচিত মন্ত্রী নিজের যুক্তি দ্বারা সমাজকে তুষ্ট করিতে যদি অক্ষম হন তবে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিবেন, সেই বিভাগ তখন নতুন মন্ত্রী নির্বাচন করিবেন।

শক্তিবাদে রাষ্ট্রপতি বংশ পরম্পরায় হওয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। কারণ ইহাতে রাষ্ট্রপতি কে হইবেন আগে হইতে জানা যায় এবং তাঁহাকে শিক্ষায় দীক্ষায় সংস্কৃত করা যায়। যদি জনসাধারণ হইতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতেই হয় তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করিতে হইবে যিনি বাল্যাবস্থা হইতেই ঋষিদের আশ্রমে থাকিয়া ত্যাগ, তপস্যা, সংযম ও ব্রহ্মচর্যময় চরিত্র আয়ত্ত করিয়াছেন এবং উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান, যোগ দার্শনিকতা, শিক্ষাদীক্ষা ও উন্নত সংস্কার দ্বারা অসুরবাদ, দুর্বলবাদ ও শক্তিবাদ নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় শাসনে যেইরূপ নীতি থাকে জনসাধারণের মধ্যেও সেইরূপ নীতি গড়িয়া উঠে কারণ রাষ্ট্রপ্রধান ও জনসাধারণের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকায় রাষ্ট্রপ্রধানের চরিত্র ও চিন্তাধারা সমাজের সকলের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

ভারতবর্ষে কংগ্রেসবাদীয় ডেমোক্রেসী এবং কমিউনিস্টবাদীয় মজুরবাদীদের ও মক্কাবাদীয় অসুর ধর্মের তাণ্ডব নৃত্য চলিলেও হিন্দুবাদী জনতার মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র স্বধর্ম প্রচার ও প্রসারের আগ্রহ দেখা দিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তবাদ, হরেকৃষ্ণবাদীদের ইসকন (Iskon) এবং শক্তিবাদীদের কলাবাদের দিকে হিন্দুদের আকর্ষণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শৈববাদীদের প্রসারও আমেরিকায় খুবই প্রবল। ইহারা সকলেই আমেরিকাবাসী। পৃথিবীতে তন্ত্রের কলাবাদের প্রচার বৃদ্ধি হইলে ডেমোক্রেসী মক্কাবাদ ও কম্যুনিজমের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কলাবাদ - ১ কলায় উদ্ভিদ (বৃক্ষাদি), ২ কলায় স্বেদজ (কৃমি-কীটাদি), ৩ কলায় অণ্ডজ (পক্ষীআদি), ৪ কলায় জরায়ুজ (পশু ও মানব), ৪।০ কলায় শুদ্র (কায়শ্রমী ইত্যাদি), ৪।।০ কলায় বৈশ্য (ব্যবসায়ী ইত্যাদি), ৪।।।০ কলায় ক্ষত্রিয় (পুলিশ ও মিলিটারী কর্মী), ৫ কলায় ব্রাহ্মণ বা প্রাথমিক ব্রহ্মজ্ঞানী, ইহাই গণেশস্তর (বিচার, স্থপতি ও বিজ্ঞান বিভাগ), ৬ কলায় সূর্য (শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রচার, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও কলা বিভাগ), ৭ কলায় বিষ্ণু - শাসন বিভাগ, বিষ্ণুর তিনটি ভাগ - (১) দৈবী বিষ্ণু, (২) আসুরিক বিষ্ণু, (৩) অপুষ্ট বিষ্ণু, দৈবী বিষ্ণু ও আসুরিক বিষ্ণু উভয়েই কর্তৃত্ববুদ্ধিসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, গম্ভীর স্বভাব, চক্রী, কথায় ও কার্য্যে দুই প্রকার ভাবসম্পন্ন, সন্দিগ্ধ চিত্ত, সংগঠন শক্তিসম্পন্ন ও ভোগী চরিত্র হইলেও দৈবী বিষ্ণু কোমল হৃদয়, সমাজ হিতৈষী, দাতা ও উদার চরিত্র (বিক্রমাদিত্য, শিবাজী ইত্যাদি) কিন্তু আসুরিক বিষ্ণু নিষ্ঠুর হৃদয়, উৎপীড়ক, শোষক ও সুবিধাবাদী হয়। (রাবণ, দুর্যোধন, মক্কার মহম্মদ, ঔরঙ্গজেব, নেহরু বংশ ইত্যাদি)। অপুষ্ট বিষ্ণু কোন বিকাশের স্তর নহে। শূদ্র, বৈশ্য ও সূর্যস্তরের মানুষ লোভে ও সঙ্গ প্রভাবে এবং আসুরিক রাজশক্তির প্রশ্রয় পাইয়া বিষ্ণুচরিত্র আয়ত্ত করে। ইহারা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির মানুষ হয়, ইহারা সমাজের সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ হয়। ইহাদের অপশাসনে সমাজের চোর, গুণ্ডা, লুটেরু, মিথ্যাবাদী, ছলধর্মপরায়ণ, ঘুষখোর ও নারী নির্যাতনকারীদের আস্ফালন ও কর্তৃত্ব চলিতে থাকে। সাড়ে সাত কলাই অসুরবাদ ও যবনবাদের চরম বিকাশ। সাড়ে সাত কলার বেশী আসুরিক বিকাশ হয় না। স্বার্থ ও ভোগকেই লক্ষ্য করে বলিয়া আসুরিক বিষ্ণু দৈবী বিষ্ণুর চেয়ে শক্তিশালী হয়। এইজন্য ঋষিস্তরের চিন্তাধারা বাদ দিয়া দৈবী বিষ্ণু আসুরিক যবনবাদীদের নিয়ন্ত্রণ ও বিনাশ করার ক্ষমতা রাখে না। ৮ কলায় শিব - ভোগ, মোহ ও অভিমানহীন জ্ঞানবিজ্ঞানে তৃপ্ত অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক জীবন প্রিয় মহাপুরুষ। ঋষি, যোগী ও তপস্বীদের দ্বারা নির্দেশিত ভারতের দৈবী শাসন ব্যবস্থায় উচ্চ সভ্যতা ও শিক্ষাকেন্দ্র এবং অসুর নাশের নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকায় সমাজে সমৃদ্ধি ও শান্তি ছিল। ৯-১৫ অবতার কলা - (বামন, রাম, বুদ্ধ ইত্যাদি)। ১৬ কলায় শক্তিস্তর, ইহাই পূর্ণকলা (শ্রীকৃষ্ণ ও আদি গুরু শিব)।

হিন্দুরা কলাবাদে মন দিলে পৃথিবীর সমস্ত শাসন ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। পৃথিবীর সর্বত্র জাগ্রত হিন্দুরা কলাবাদ শাসনের কথা প্রচারের জন্য কোমর বাঁধুন। কলাবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা - ''ক্রমবিকাশের পথে'' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

শক্তিবাদের মতে প্রাকৃতিক শাসন ও প্রাচুর্য্যই সাম্যের এক মাত্র পথ

লোক গণনাতে দেখা যায় ১০০০ লোকের মধ্যে ৯৯৯ জনেরও অধিক নিম্ন শিব, ৪।০ কলার বিকাশ। ইহাদের পেট ভরিয়া খাওয়া ও বংশ বৃদ্ধি করা একমাত্র কাজ। প্রশাসন কাহাকে বলে ইহারা জানে না। মালিকের বাগানে কাজ করিবে, ইহার জন্য মাসের মাহিনা লইবে। ইহার উপর প্রতিদিন একটি করিয়া বাঁশ কাটিয়া বাজারে পঁচিশ টাকায় বিক্রয় করিবে এবং সেই টাকায় চাল, ডাল, মুরগী কিনিয়া আনিয়া বউ লইয়া

শুইয়া থাকিবে। মাসের মাহিনা বন্ধ করা চলিবে না। মাসের মাহিনা বন্ধ করিলে বাগানও বেদখল হইয়া যাইবে। ইহাই বর্তমান গণবাদ।

পঞ্চায়েত গণবাদ এইরূপ নহে। শিব বলিয়াছেন ''তোমরা কুমারীপূজা কর ও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শন কর। ইহার ফলে ম্লেচ্ছ-যবনবাদ ধ্বংস হইয়া যাইবে।'' শিবের এই আদেশ অমান্য করিয়া ভারত-ভাগকারী ও লুটেরুগণকে ভারতে রাজার হালে পোষণ ও তোষণ করিয়া তাহাদের গোলাম সাজিবার জন্য কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও ধনলোভী হিন্দুগণ এক হইয়াছে এবং ভারতের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। ভারত ভাগ হইল এবং শিখ হিন্দুগণকে ভাগ করিবার জন্য হিন্দু কোড বিল পাশ হইল। ইহার ফলে হিন্দুদের ও শিখেদের ঘরে ভালোভাবেই আগুন লাগিয়াছে। হিন্দুদের যৌথ পরিবার ও একতা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

ভারতের সংবিধানে বর্তমান সময়কার গণবাদকে বাদ দিয়া ১৬ কলার ভিত্তিতে যে পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থা আছে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তবেই ভারতের কল্যাণ। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া শুদ্ধ পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। যতদিন ইহা না হয় ততদিন কুমারী পূজা ও জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের ব্যাখ্যা সমানভাবে শক্তিবাদীরা চালাইতে থাকিবে।

এই প্রথায় শিব স্তরের ঋষি যোগীদের দ্বারা নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রগুরু থাকিবেন, দেশীয় রাজাদের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও পঞ্চায়েৎ প্রথায় মন্ত্রীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে সকল বিষয়ে রাষ্ট্র গুরুর পরামর্শ ও অনুমোদন লইতে হইবে। রাষ্ট্রগুরু সকল প্রকার প্রাচীন ও আধুনিক অস্ত্রবিদ্যায় ও শাস্ত্রে শিক্ষিত হইবেন।

সকলের জন্য সুলভে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও অন্নের সুব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইবে। যদিও পৃথিবীর কোন কোন দেশে কলাবাদ ভিত্তিক শাসন Functional Representation নামে পরিচালিত হইতেছে কিন্তু কলাবাদের সঠিক বিজ্ঞান তাঁহারা জানেন না। ইহার ফলে সেই শাসনেও অসুরবাদের প্রভাব আছে। ত্যাগী তপস্বী গুরুর পরামর্শ না থাকিলে অসুরবাদের প্রভাব সমাজে আসিতে বাধ্য। যখন অসুরবাদী শাসন চলিতে থাকে তখন সমাজের কোন স্তরেই শান্তি থাকে না এবং সমাজ দুর্ব্বল হইয়া যায়। দুর্ব্বল সমাজ আত্মরক্ষা করিতে পারে না। নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া অসুরের পদলেহন করিতে থাকে। ইহার ফলে অসুরবাদও দিন দিন পুষ্ট হইতে পথ পায়। শক্তিবাদীয় মতবাদ ভিন্ন এই বর্বরতার শোষণ হইতে মুক্তি অসম্ভব। দুর্বলবাদ হইতে মুক্তি ও অসুরবাদ ধ্বংস করিবার জন্য শক্তিবাদীয় চিন্তার বিকাশের প্রথম ধাপেই হইল কুমারী পূজা ও জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন। এবং অসুরবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্টতঃ অস্ত্রধারণ, কুমারী পূজা ও জ্যোতির্লিঙ্গ শিব দর্শনে সমাজে তেজস্বিতা বৃদ্ধি হইবে। দেবতাদের তেজ হইতেই দুর্গা মায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। এবং মা দুর্গাই মহিষাসুর বধের কারণ।

প্রত্যেক স্তরের থেকে আমরা ৫ রকম লোকের নির্বাচন কামনা করি। তাহারাই গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি। যাহাতে গণেশ প্রধান বিচার বিবেচনা, সূর্য্যস্তর প্রধান উন্নত চিন্তাধারায় অভ্যস্ত, চিন্তাশীল লোক, বিষ্ণুস্তরের চিন্তাধারায় বিবেচক লোক এবং শিবস্তরের চিন্তাধারায় জ্ঞানী লোক এবং শক্তিস্তরের অসুর বিরোধী এবং সমাজ রক্ষক

চিন্তাধারায় অভিষিক্ত লোককে কনষ্টিটিউশন-এর সভ্যদের মধ্যে স্থান দেওয়া যায় এই জন্য প্রত্যেকটি দেশবাসীকে অবহিত হইতে হইবে। এইজন্য শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ সবসময় সচেষ্ট থাকিবে। সব চেয়ে বড় কথা প্রত্যেকের জন্য প্রচুর দুগ্ধ ও অন্নের ব্যবস্থা চাই এবং প্রত্যেকেরই সমাজ রক্ষায় চিন্তা থাকা চাই। প্রচুর দুগ্ধ ও অন্নের সচ্ছলতার জন্য প্রয়োজনে কোন কোন গ্রাম, পাহাড়ী এলাকায় স্থানান্তর করিয়া ওই স্থানে প্রচুর গোপালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া প্রভৃতি দুগ্ধদাতা জীব যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে সেইসব জায়গা স্বভাবতই খুব উর্বর হয়, প্রচুর ফসল ফলাইবার জন্য জল সেচের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। দেখা যাইবে এই গোপলান ও কৃষিকার্য্যের জন্য শিক্ষিত, অশিক্ষিত বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

এমন কিছু কিছু তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ আছে যাহা সামান্য পরিচর্য্যায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং গোমহিষাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেইরূপ উদ্ভিদ উৎপন্নের জন্যও আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। গোমহিষাদির চিকিৎসারও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হইবে।

শক্তিবাদ পঞ্চায়েৎ শাসনে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষক ও বৈশ্যসহ সকল সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করিবে। ইহাতে প্রশাসন যথেষ্ট সাহায্য করা ভিন্ন কোন রকম হস্তক্ষেপ করিবে না এবং যাহাতে পশু পালন ও খাদ্য উৎপাদনে সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষ উৎসাহ পায় সেই চেষ্টা চালাইতে সাহায্য করিবে। প্রশাসন কখনও হাজার হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া ভোটার ও ক্যাডার প্রস্তুত করিতে পারিবে না। কারণ, দলবাজ নেতারা নিজেদের স্বার্থে দল ও ক্যাডার ভিন্ন কখনও সমাজের মঙ্গল করিতে পারে না। খাদ্য উৎপাদনের রহস্য না বুঝিলে সমাজকে বশীভূত রাখা সম্ভব নহে। শক্তিবাদের মতে প্রাচুর্য্যই সাম্যের একমাত্র পথ।

মুসলমান ও লিঙ্গকাটা খৃষ্টান ছাড়া চিন্তাশীল খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ও মনে করিলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫ স্তরের প্রতিনিধি দিতে পারে।

স্তালিন নাকি জানিতেন সাধারণ মানুষকে কেমন করিয়া বশীভূত রাখিতে হয়। তিনি একদিন একটি মোরগ হাতে লইয়া সেটিকে ছায়ায় লইয়া গেলেন তখন ঠাণ্ডায় নিস্তেজ হইয়া গেল মোরগটা। আবার যখন রোদে আনিলেন তখন চাঙ্গা হইল। তারপর তারদিকে ছড়িয়ে দিলেন কয়েক টুকরো রুটি। সেই রুটির লোভে মোরগটি ছায়ার মত চলিল স্তালিনের পেছন পেছন।

বর্তমানে গরবাচেভ বলেন, স্তালিন থেকে ব্রেজনেভের যুগে সমাজতন্ত্রের যে বিকৃতি ঘটিয়াছিল তা থেকেই সমাজতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের সুযোগ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও থাকিবে। নতুন সোভিয়েত সমাজ হইবে বহু স্তরী।

বহুস্তরী সমাজ পরিচালনা শক্তিবাদ পঞ্চায়েৎ শাসন ব্যবস্থা দ্বারাই সম্ভব। কারণ, ইহাই প্রাকৃতিক শাসন ব্যবস্থা।

কুমারী পূজা বিধি

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহাশক্তি কৌমার্য্যৈ নমঃ

(শক্তিবাদীয় দুর্গাপূজাবিধি পুস্তক অবলম্বন করুন)

হাতে পায়ে জলের ছিটা দাও,

বিষ্ণু স্মরণ - ওঁ অপবিত্রো পবিত্রোবা.....

মননিশ্চিন্তকরণ, শুভকর্মের সাক্ষী, কামিনী দেবীর ধ্যান।

আচমণ :- আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, দ্বার দেবতার পূজা।

বিঘ্ন নিবারণ - ওঁ বেতালশ্চ....

ভূত পূজা - ভূত পূজায় পাঁচটি নৈবেদ্য দিবে এবং স্তুতি পাঠ করিবে। ওঁ মক্কেশ্বরায় ভূতায় নমঃ। ওঁ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ।

ভূতস্তুতি পাঠ - ওঁ ভূতা প্রেতা.....

আসনশুদ্ধি, গুরু প্রভৃতির প্রণাম।

সংকল্প - ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ অদ্য বৈবস্বত মন্বন্তরে কলিযুগে ... অমুক মাসে ...অমুক পক্ষে ... অমুক তিথৌ ... অমুক গোত্র শ্রী ... অমুক সর্বেসাং শক্তিবাদিনাং কল্যাণার্থং যবনানাং বিনাশার্থং আর্যজাতিনাং মঙ্গলার্থং পরম ব্রহ্ম গোত্র শ্রীসত্যানন্দ নাথ প্রবর্ত্তিত শক্তিবাদ ধর্ম্মস্য প্রসারকল্পে শ্রী শ্রী কুমারী পূজা কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি); সংকল্পিতার্থ্যঃ সিদ্ধয়ঃ সন্তু মনোরথাঃ শত্রুনাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রানামুদয়ায়চ, অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

স্বস্তিবাচন - ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রী শ্রী কুমারী পূজা কর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো, অধিব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং (৩ বার)। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্... ঋদ্ধিং ভবন্তো, অধিব্রবন্তু, ... ওঁ ঋদ্ধতাং (৩ বার)। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ... স্বস্তি ভবন্তো, অধিব্রুবন্তু ওঁ স্বস্তি (৩ বার)। ওঁ সোম রাজানং... হ্রীঁ স্বস্তি॥

পুষ্প শোধন, পূজা দ্রব্যাদি শোধন।

ঘটস্থাপনা - প্রথমে মানস ঘট পূর্ণ করিয়া লও, মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত ঘট পরিপূর্ণই আছে ভাবো। স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ, সবই পূর্ণ আছে ভাবো। ঘটে যন্ত্র লিখন, ঘটের নিম্নে পঞ্চশস্য দান, ঘটস্থাপন জলে অষ্টগন্ধ দান, (রক্ত চন্দন, জটা মাংসী, কৃষ্ণ শঠী, গাঠেলা, অগুরু, কুমকুম, জাফ্রান ও শ্বেত অপরাজিতা লতা), স্বর্ণ দান, পঞ্চরত্ন দান। ক্লীঁ মন্ত্রে ধৌত, ঐঁ মন্ত্রে সংশোধন, হ্রীঁ মন্ত্রে যথাস্থানে স্থাপন, হ্রীঁ মন্ত্রে জলপূর্ণ করণ। পঞ্চপল্লব দান - ওঁ শ্রীঁ। ফল - ওঁ হূঁ। স্থিরীকরণ - ওঁ শ্রীঁ। সিন্দুর - ওঁ রং। পুষ্প - ওঁ যং। দুর্বা - ওঁ হ্রীঁ। ঘট স্পর্শ - ওঁ হূঁ ফট্ স্বাহা। ঘট ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিয়া দশবার মূলমন্ত্র জপ।

ওঁ বহ্নের্ধূম্রাচির্ষাদি দশ কলাভ্যো নমঃ, ওঁ সূর্য্যস্য তপিন্যাদি দ্বাদশ কলাভ্যো নমঃ, ওঁ চন্দ্রস্য অমৃতাদি ষোড়শ কলাভ্যো নমঃ, ওঁ স্থাং স্ত্রীং স্থিরোভব।

আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন। ঘটের চারদিকে তীর রোপণ। ঘটে পূজা - ওঁ গণেশাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ গুরবে নমঃ।

গণেশের ধ্যান ও মানস পূজা, গণেশের পুনর্ধ্যান ও পঞ্চোপচারে পূজা, প্রণাম।

সূর্য্যের ধ্যান ও মানসপূজা। সূর্য্যের পুনর্ধ্যান, অর্ঘ্যদান, পঞ্চোপচারে বাহ্য পূজা, প্রণাম।

বিষ্ণুর ধ্যান ও মানস পূজা, বিষ্ণুর পুনর্ধ্যান, তুলসী দান ও পঞ্চোপচারে বাহ্য পূজা ও প্রণাম।

শিবের ধ্যান ও মানসপূজা, শিবের পুনর্ধ্যান ও পঞ্চোপচারে বাহ্য পূজা ও প্রণাম।

দুর্গার ধ্যান ও মানসপূজা, দুর্গার পুনর্ধ্যান, পঞ্চোপচারে বাহ্যপূজা ও প্রণাম।

প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, করাঙ্গন্যাস, ষড়াঙ্গন্যাস, অন্তর মাতৃকান্যাস, বাহ্য মাতৃকান্যাস, সরস্বতীর ধ্যান করিয়া বাহ্য মাতৃকান্যাস করুন।

বর্ণন্যাস, পীঠন্যাস, পীঠ শক্তির ন্যাস, করন্যাস, আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা। ধ্যান - মানস পূজা - মানস জপ।

তান্ত্রিক কুমারী পূজা :- কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী কুল দেবতা
অসুরা দুর্ব্বানাগাশ্চ যে যে দুষ্টগ্রহাঅপি।
ভূতবেতালা গন্ধর্বা, ডাকিনী যক্ষ রাক্ষসাঃ
যাশ্চান্যা দেবতাঃ সর্বা ভূর্ভবঃস্বশ্চ ভৈরবা।
পৃথিব্যাদীনি সর্ব্বানি ব্রহ্মাক্তং সচরাচরম্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ,
তে তুষ্টা সর্ব্বাতুষ্টাতুষ্টাশ্চ যত্র কন্যাং প্রপূজয়েৎ
বিধিযুক্ত কুমারীভি ভোজয়েচ্চৈব ভৈরবীন॥

মহাশক্তিরূপা কুমারীর পূজা করিলে, সমস্ত জগৎ এবং ব্রহ্মা রুদ্রাদি সমস্ত দেবতা পরিতুষ্ট হয়েন এবং যজমান ইহলোকে সর্ব্ব সম্পত্তি লাভ করিয়া অন্তে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই যোগিনীরূপা কুমারীর পূজা করা কর্ত্তব্য, মহানবমী দিনে এবং জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা ও কালীপূজাতে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

কুমারীর ধ্যান :- ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্য সুন্দরীং বরবর্ণিনীম্
নানালঙ্কার নম্রাঙ্গীন ভদ্র বিদ্যা প্রকাশিনীম্।
চারুহাস্যং মহানন্দহৃদয়াৎ শুভদাং শুভাং,
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিনীম্।

প্রণাম :- ওঁ নমামি কপলকামিনীং পরমভাগ্য সন্দায়িনী
কুমারীবরচাতুরীং সকল সিদ্ধিদানন্দিনীম্,
প্রবলগুটিকাস্রজাং রজরাগবস্ত্রান্বিতাং

হিরণ্যাতুলভূষণাং ভুবন বাক কুমারীং ভজে।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন। আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা। পীঠ পূজা। পীঠ শক্তিপূজা। পুনর্ধ্যান।

আবাহন - ওঁ এহ্যেহি .....স্বরার্চ্চিতে॥ পঞ্চমুদ্রা সহযোগে আবাহন তান্ত্রিক ও বৈদিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা॥ ষোড়শোপচার বিধি॥ (দুর্গা পূজা বিধি দ্রষ্টব্য)

অন্যান্য দেবতার পূজা:- মহাকালের পূজা ও বলিদান।

তর্পণ - ওঁ শ্রীশ্রীকুমারী দেবী শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা (৩ বার) বলিদান। পুষ্পাঞ্জলি। উপাসনা। আরতি যজ্ঞ। (দুর্গা পূজা বিধি) পরিক্রমা।

সিদ্ধিদাত্রী পূজায় সিদ্ধিদাত্রীর ধ্যানের জন্য পঞ্চদেবতা পূজায় জয় দুর্গার ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া সকল দেবদেবীর পূজা এই বিধিতে করা যাইবে।

গুরুপীঠ স্থাপন ও সংক্ষেপে শক্তিবাদ ধর্ম্ম অনুশীলন

শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করিয়াছেন যদি শক্তিবাদের প্রচার অব্যাহত থাকে তবে সমাজে শক্তির প্রিয় পুত্র গণেশ কার্ত্তিকদেরও আবির্ভাব হইতে থাকিবে। বর্তমানে বজরঙ্সেনা, শিবসেনা, শক্তি সেনাদের অভ্যুত্থান সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

আদিগুরু শিব তাঁহার ধর্ম্মপত্নী পার্বতীকে জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়িয়া লইয়াছিলেন, ফলে তাঁহাদের সন্তান গণেশ কার্তিক অসুরনাশক বীরযোদ্ধা। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পত্নীদিগকে ধর্ম্মের ভিত্তি দেন নাই, ফলে তাঁহাদের সন্তানরা কেহই গড়িয়া উঠে নাই এবং যদুবংশ ধ্বংসের কারণ হয়। নিজে না খাইলে যেমন নিজের পেট ভরে না, নিজে নত না হইয়া, চাকরকে দিয়া বাবা, মা, শিক্ষক গুরুজনকে প্রণাম জানানো যায় না, তেমনি নিজে ধর্মের অনুশীলন না করিয়া পুরোহিতকে দিয়া বিধিরক্ষা করাইলে দৈবজগৎ তৃপ্ত হয় না। ইহাতে নিজের অকল্যাণ হয়, সমাজ কলুষিত ও দুর্ব্বল হয়। বৈদেশিক ও বিধর্মীয় শাসনের প্রভাবে ধর্ম্মরক্ষার নামে পেটপূজারী পুরোহিতদের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা করিতে দিয়া অর্ধেক দেশ ডুবিয়া গিয়াছে, বাকিটাও ডুবিতে বসিয়াছে। এখন পুরোহিতের দরকার নাই। চাই আচার্য্য, যিনি বিনা দ্বিধায় জাতিবর্ণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ক্রমবিকাশের পথে সেনার আদর্শে গঠিত হইতে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম অনুশীলনে সাহায্য করিবেন।

সংগঠিত সেনাদের মধ্যে গণেশ কার্ত্তিকের প্রভাব (অর্থাৎ অসুরনাশ ও ধর্ম্মরক্ষার প্রভাব) যদি পড়িয়া থাকে তবে তাঁহাদিগকেও ধর্ম্মের ভিত্তিতেই নিজদিগকে সংস্কৃত হইতে হইবে। ইহার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রত্যেক সেনাকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিকভাবে ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে। ক্রমে উন্নত সংস্কারাদিও লইতে পারিবেন। ম্লেচ্ছ ও যবনবাদের প্রভাব কাটাইতে ইহা একান্ত প্রয়োজন। তবে বর্তমানে এই কর্মব্যস্ত ও অসচ্ছলতার যুগে ধর্ম্মের অনুশীলনের জন্য সবার পক্ষে অধিক সময়

ব্যয় করা সম্ভব নহে। তাঁহাদের কথা ভাবিয়াই বৈজ্ঞানিকভাবে, সংক্ষেপে এবং অতি সংক্ষেপে পূজার ক্রম শক্তিবাদ পুস্তকে জানানো হইতেছে।

গৃহের ঈশান কোণই দেবতার স্থান, অসুবিধা থাকিলে উত্তর কিংবা পূর্ব দিকে দেবতার স্থান নির্বাচন করিবেন। আজকাল ভাববাদী, দুর্বলবাদী ও সর্বধর্মসমন্বয়বাদী গুরুদের আবির্ভাবে শক্তি, ব্রহ্ম বা ব্যাপক ঈশ্বরের পূজা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম অর্থে ব্রেন বা মস্তিষ্ক, পূজা অর্থে পূরণ করা। সেনারা পূজার বেদীতে মূর্ত্তির ভিড় বাড়াইবেন না। একটি কালীমূর্ত্তি ও একটি শিবলিঙ্গ পাথরই যথেষ্ট। যাহাদের আরও বড় পরিসর আছে তাহারা শক্তিবাদ গুরুপীঠ রাখিবেন। একটি রক্তবর্ণ ধ্বজাদণ্ড পীঠের ঈশানকোণে দাঁড় করাইবেন। ধ্বজার (পতাকা) রং গেরুয়া হইবে। আর এস এস সম্প্রদায়ের পতাকার মতো দুইটি ত্রিকোণ পতাকা একসাথে মিলিত হইবে। ইহা শিব ও শক্তির প্রতীক। ধ্বজাদণ্ডে আদিগুরু শিব ও মহাবীর হনুমানের মূর্তি থাকিবে। বেদীতে চৌকির উপর শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী, গীতা, বেদ ও চণ্ডী রাখিবেন এবং সুযোগমতো পাঠ করিবেন। পাশে একটি তরবারি থাকিবে। কালীমূর্তি ও শিবলিঙ্গের ব্যাখ্যা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী হইতে পড়িবেন এবং শক্তিবাদীদের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিবেন। তবে কোন পৌরোহিত্যবাদী বা ভাববাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না। নির্গুণ ব্রহ্মরূপী শিবের উপর সগুণ ব্রহ্মরূপী মা কালী। তিনি বিশ্বপ্রসবিনী কালিকাশক্তি তাই দিকবসনা। মায়ের নিম্নভাগে সৃষ্টিতত্ত্ব, মধ্যভাগে পালনীতত্ত্ব - 'পীনোন্নত-পয়োধরা'। এছাড়া সৃষ্টিকে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা অনুকূল তাহাদের জন্য বরাভয় এবং যাহারা প্রতিকূল তাহাদের ধ্বংসের জন্য সদ্যশ্ছিন্ন শির ও খড়্গ। মায়ের মস্তক লয় যোগের অন্তর্গত জ্ঞানরাশির প্রতীক। শিবলিঙ্গ আমাদের মস্তিষ্ক মূর্তি। প্রত্যেক জীবেই এই মূর্তি বিদ্যমান। এই শিবলিঙ্গ মূর্তিতে জল ফুল দানের ফলে মস্তিষ্ক শীতল থাকে ও উচ্চচিন্তার সহায়ক হয়। যাহাদের সুবিধা আছে অন্ন, ফলফুল মিষ্টান্ন ইত্যাদি নিবেদন করিবেন। যাহাদের ইহা সংগ্রহ করিতে অসুবিধা হইবে তাহারা ফুল-বেলপাতা কিংবা কেবল জলেই পূজা করিবেন। ফুল বেলপাতা দিলেও জলে সিক্ত করিয়া দিবেন। কোন অবস্থাতেই পূজা বন্ধ করা চলিবে না। স্নানান্তে শুদ্ধ ও শুষ্কবস্ত্রে আসনে বসিয়া জল দিবেন।

ওঁ হৌঁ বিশ্বগুরু শিবায় নমঃ॥
ওঁ গণপতি গণেশায় নমঃ॥
ওঁ জগৎজ্যোতি সূর্য্যায় নমঃ॥
ওঁ বিশ্বপ্রাণ বিষ্ণবে নমঃ॥
ওঁ মস্তিষ্কমণি সোমমূর্ত্তি মহাদেবায় শিবায় নমঃ॥
ওঁ সর্বশক্তিময়ী মহাশক্তি দুর্গায়ৈ নমঃ॥
ওঁ সর্বব্যাপিনে ব্রহ্মণে নমঃ॥

উপরোক্ত মন্ত্রে শিবের মাথায় দুইবার করিয়া জল দিবেন। (একবার নিজের মধ্যে দৈবকেন্দ্রে, একবার প্রকৃতিস্থিতঃ দৈবকেন্দ্রে এইভাবে চিন্তা করিয়া), যাঁহারা আরও একটু সময় পাইবেন তাঁহারা দুইবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবেন।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

পূজাকালে স্থূল শরীরে কিছু ধ্যান করিবেন না। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ীতে মন রাখিবেন। শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী হইতে চিত্র দেখিয়া ইহা বুঝিয়া লইবেন। ইহা ছাড়াও বিস্তারিত পূজায় ও উপাসনায় আত্মনিয়োগের জন্য শক্তিবাদ পূজাবিধি অনুসরণ করুন।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ৭ প্রকার উপাসনা বিধি রহিয়াছে।

১। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বা মহাশক্তির উপাসনা। ২। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বা পঞ্চদেবতার উপাসনা। ৩। অবতার উপাসনা। ৪। মহাপুরুষ উপাসনা। ৫। দেবতা উপাসনা। ৬। পিতৃ উপাসনা। ৭। প্রেত উপাসনা।

অহিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা কেবল বিশ্বাসবশে প্রেত উপাসনা করে। ইহার ফলে তাহাদের আচার আচরণ, পৈশাচিক হইয়া থাকে। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা তাহাদের পছন্দমতো মূর্তিকে ও গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে তাহারাও প্রকারান্তরে প্রেত উপাসক। হিন্দু ধর্ম কেবল বিশ্বাসবাদী নহে, যুক্তিবাদী ধর্ম। সংক্ষিপ্ত পূজায় অভ্যস্ত হইবার পর সকলে শক্তিবাদীয় উপাসনায় মন দিবেন। ইহা আপনাকে প্রতিদিন নতুন জীবন দান করিবে। হিন্দুদের কর্মানুসারে বর্ণভেদ, ধর্মানুসরণে কোন ভেদ নাই। ধর্মে সকলের সমান অধিকার। বৃথা তর্ক না করিয়া নিজেরা অনুশীলন করিয়া যোগ্যতা অর্জন করুন। ''বীরভোগ্যা বসুন্ধরা''। বীর, জ্ঞানী ও যোগকর্মীরা চিরকাল সমাজের শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছেন। যবনমুক্ত অখণ্ড ভারত, বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি জাতীয় লক্ষ্য স্থির করিবেন।

যাঁহারা দীক্ষিত নন, কিন্তু সর্বদা কিছু জপ করিতে চান তাঁহারা শ্বাসপ্রশ্বাসে 'ওঁ' জপ করিবেন। কাহারও সহিত আলাপ কিংবা বিদায়কালে ''হরিঃ ওঁ'' বলিবেন।

পিশাচ ধর্মপ্রবর্ত্তক ম্লেচ্ছাচার্য্য মহামদ প্রসঙ্গে ভবিষ্য পুরাণের অবিকৃত বয়ান

ভবিষ্য পুরাণে প্রতিসর্গ পর্বে শালিবাহন বংশীয় নৃপতিদের বর্ণনা আছে। এই বংশের দশ জন রাজা পাঁচশত বৎসর রাজত্ব করেন। সেই সময় হইতেই এই পৃথিবীতে মর্য্যাদার হানি ঘটিতে থাকে। এই বংশের দশম রাজা বীর্য্যবান ভোজ। উক্ত প্রক্ষীণ মর্য্যাদার পুনরুদ্ধারে তিনি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেন। সঙ্গে লয়েন দশ সহস্র সেনা। মহাকবি কালিদাস এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণও রাজার সঙ্গী। এই বাহিনী সিন্ধুপারে সমুপস্থিত। রাজা ভোজ গান্ধার, ম্লেচ্ছ, কাশ্মীর, নারব এবং শঠগণকে জয় করিয়া প্রচুর ধন প্রাপ্ত হন এবং তাহাদিগকে স্বীয় শাসনে আনয়ন করেন। ইহার পর তিনি আরো অগ্রসর হইয়া উপনীত হন মরুপ্রান্তে - বাহিক দেশে।

এই সময় মহামদ নামে ম্লেচ্ছদের এক আচার্য বহু শিষ্যশাখাসমন্বিত হইয়াছিল। রাজা ভোজ মরুস্থলে পৌঁছিয়া তথায় অধিষ্ঠিত মহাদেবকে পঞ্চগব্য ও গঙ্গাজলে স্নান করান এবং চন্দনাদি দ্বারা অভ্যর্চনা অন্তে স্তবের দ্বারা ভগবান হরকে তুষ্ট করেন - ''হে গিরিজানাথ! আপনি মরুস্থলে নিবাস করিতেছেন। আপনার মায়া অনন্ত, আপনি

ম্লেচ্ছরক্ষিত হইয়া আছেন, আপনি ত্রিপুরান্তক এবং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার! আপনি আমাকে আপনার কিঙ্কর বলিয়া অবগত হউন। আমি আপনার শরণ লইলাম।''

স্তবতুষ্ট শঙ্কর বলেন - ''হে নৃপতি! তুমি মহাকালেশ্বরের স্থানে (উজ্জয়িনী) ফিরিয়া যাও। এই বাহীক দেশ ম্লেচ্ছদের দ্বারা দূষিত হইয়া গিয়াছে। এখানে আর্য্য ধর্ম একেবারেই নাই। এই দেশ অত্যন্ত দারুণ। এখানে এক মহামায়াবী ছিল যাহাকে আমি পূর্বেই দগ্ধ করিয়াছি। ত্রিপুর দৈত্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সে পুনরায় আসিয়াছে। দৈত্যবর্দ্ধন সেই লোক আমাকর্তৃক বরপ্রাপ্ত। সে মহামদ নামে খ্যাত এবং পৈশাচ কর্ম্মে তৎপর। ''মহামদ ইতি খ্যাতঃ পৈশাচকৃতিতৎপরঃ।''

এই পৈশাচ দেশে, এই ধূর্ত্তের দেশে আসিতে নাই। হে ভূপ! যাও আমার প্রসাদে তোমার (ম্লেচ্ছস্পর্শজনিত পাপের) শুদ্ধি হইয়া যাইবে।''

এই আদেশানুসারে রাজা স্বদেশে ফিরিতে উদ্যত। কিন্তু সেই 'পৈশাচকৃতিতৎপর' মহামদও রাজাকে অনুসরণ পূর্বক সিন্ধুতীর পর্যন্ত আসে। মায়ামদে পরম পণ্ডিত মহামদ প্রেমপূর্ণ বাক্যে রাজাকে বলে - ''হে মহারাজ! তোমার উপাস্য দেবতা তো আমার চাকর। আমার উচ্ছিষ্ট খাও অমনি তাহার দর্শন পাইবে।''

ম্লেচ্ছাচার্য্যের এই মায়ায় রাজা সাময়িক বিমুগ্ধ। তাঁহার ম্লেচ্ছ ধর্মে দারুণ মতি হয়। ইহা দেখিয়া মহাকবি কালিদাস রোষে গর্জিয়া উঠেন এবং মহামদকে বলেন - ''রে ধূর্ত্ত! তুই রাজাকে সম্মোহিত করিবার জন্য মায়া রচনা করিয়াছিস। দুরাচার পুরুষাধম বাহীক! তোকে আমি বিনাশ করিব।'' এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ নবার্ণমন্ত্রজপে নিযুক্ত। দশ সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া উহার দশমাংশ হোম করেন। অমনি মায়াবী মহামদ ভস্মীভূত এবং ম্লেচ্ছদেবত্বপ্রাপ্ত। এই দৃশ্যে তদীয় শিষ্যগণ ভয়ভীত। তাহারা গুরুর দেহভস্ম লইয়া বাহীক দেশে ফিরিয়া আসে এবং উহা মাটিতে কবর দেয়। ব্রাহ্মণের মন্ত্রতেজে গতায়ুঃ মহামদ এক্ষণে মদহীন। যেখানে তাহার দেহভস্ম কবরস্থ, সেই স্থানের নাম মদহীনপুর এবং তাহা ম্লেচ্ছদের তীর্থে পরিণত হয়।

প্রয়াত ম্লেচ্ছাচার্য্য মহামদ পিশাচযোনিপ্রাপ্ত। সেই পৈশাচিক দেহেই রাত্রিতে সে রাজাকে আবার দেখা দেয় এবং বলে -

আর্য্যধর্ম্মো হিতে রাজন্ সর্ব্বধর্ম্মোত্তমঃ স্মৃতঃ।
ঈশাজ্ঞয়া করিষ্যামি পৈশাচং ধর্ম্মদারুণম্॥
লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী চ দূষকঃ।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনো মম॥
বিনা কৌলং চ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মতা মম।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি॥
তস্মান্মুসলবন্তোহি জাতয়ঃ ধর্ম্মদূষকাঃ।
ইতি পৈশাচধর্মশ্চ ভবিষ্যতি ময়া কৃতঃ॥

(প্রতিসর্গ পর্ব্ব, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ শ্লোক)

অর্থাৎ, ''হে রাজন্! তোমার আর্য্য ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্মের ভিতরে অতি উত্তম বটে। তবে ঈশাজ্ঞায় আমি দারুণ পৈশাচ ধর্ম প্রবর্তন করিব। আমার অনুগামীরা লিঙ্গচ্ছেদী, শিখাহীন, শ্মশ্রুধারী দূষক, উচ্চালাপী (দম্ভোক্তিপরায়ণ, রূঢ়ভাষী), সর্বভক্ষী হইবে। তাহারা শূকর (কোল) খাইবে না আর সকল পশুর মাংসই খাইবে। তাহাদের সংস্কার বা মার্জন হইবে মুসলের দ্বারা, যেমন (আর্য্যদের হয়) কুশের দ্বারা। মুসলের দ্বারা সংস্কার হইবে বলিয়া তাহাদের নাম হইবে মুসলবান এবং এই জাতি হইবে ধর্মের দূষক। হে রাজন্! এই প্রকারে আমার দ্বারা জগতে পৈশাচ ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে।''

উপসংহার

এই তো গেল আসল গল্প। দেখা গেল, ভবিষ্য পুরাণের মহামদ মরুপ্রান্তে বাহীক দেশের মানুষ এবং শিবের বরে বলীয়ান। ইনি হিন্দুরাজা ভোজ এবং হিন্দুব্রাহ্মণ কালিদাসের হস্তে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইঁহার প্রবর্তিত ধর্মকে পৈশাচ ধর্ম বলা হইয়াছে। লোকটি ম্লেচ্ছদের গুরু, কিন্তু ধূর্ত্ত মায়াবী পৈশাচকর্ম্মে তৎপর এবং ধর্মের দূষক। তিনি নিজেই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দুর্ধর্ষ চেলাদের সংস্কার বা চারিত্রিক সংশোধন হইবে মুসল বা মুদ্গরের দ্বারা। অর্থাৎ মুসলের জোরে দম্ভ করিলেও আবার মুসলের ঘা খাইয়াই তাহারা সোজা হইবে। এই মুসলসংস্কারের জন্যই তাঁহার জাতিকে বলা হইবে মুসলবন্ত বা মুসলবান। ''ঈশাজ্ঞয়া করিষ্যামি পৈশাচং ধর্মদারুণম্''; ''ইতি পৈশাচধর্ম্মশ্চ ভবিষ্যতি ময়া কৃতঃ'' - এই সকল তো তাঁহার নিজেরই স্বীকৃতি। অবশ্য তাঁহার অনুগামীদের আচারের সহিত ঐস্লামিক আচারের বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে। ইসলামের ন্যায় ভবিষ্য পুরাণের মহামদের শিষ্যরাও লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীন, শ্মশ্রুধারী, শূকর-অভক্ষী।

এক্ষণে প্রশ্ন, ভবিষ্য পুরাণের ধর্মদূষক, ধূর্ত, মায়াবী, দম্ভী, রূঢ়ভাষী, দৈত্যবর্দ্ধন ও পৈশাচধর্মপ্রবর্তক ম্লেচ্ছাচার্য মহামদই কি ইসলামের হজরত মহম্মদ? আর পৈশাচধর্মের সঙ্গেই যদি মুসলিম একাত্ম হন তবে ঐ ধর্মে হিন্দুদের আগ্রহ জাগিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না।

'প্রণব' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে শ্রীমতী রাইসা গর্ভাচভের প্রশ্নের শক্তিবাদীয় উত্তর

[১৯৮৬ সালের শেষ দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান নেতা মিখাইল গর্ভাচেভ সস্ত্রীক ভারত সফরে আসিয়াছিলেন। দিল্লীর জাতীয় মিউজিয়াম পরিদর্শনকালে শ্রীমতী রাইসা গর্ভাচভা ভারতীয় দর্শনের উপর কয়েকটি প্রশ্ন করেন, আমরা শক্তিবাদ আশ্রমের পক্ষ হইতে কলিকাতার রাশিয়ান কনস্যুলেটের মাধ্যমে তাঁহার ঐ প্রশ্নগুলির যে উত্তর পাঠাইয়াছিলাম তাহা এখানে প্রকাশ করা হইল।]

To
Mrs. Raisa Gorbachova
First Lady of the U.S.S.R.
MOSCOW
(Through the Soviet Consulate, Calcutta, India)

Madam,
NAMASTE!

On your arrival in India, you have posed three questions to the Indians. All the three questions are aimed at properly appreciating the fundamentals of the ancient culture and civilization of India. The skilful way in which you have formulated the questions bears the stamp of your keen intellect. In the UPANISHADAS (the epilogue of Vedic Scriptures) we come across the fascinating description of a young seeker, Nachiketa by name, who also posed such searching questions to Lord YAMA (God of Death).

We are sending herewith replies to your queries, in the light of the doctrine of Shaktibad propounded by Swami Satyananda Saraswati. A few diagrams along with some literature on the subject are also enclosed. If you feel satisfied with our reply to your queries and desire to have further enlightenment on the subject, you may collect through the Soviet Consulate in Calcutta, India, the books written by Swami Satyananda Saraswati from Shaktibad Ashram at Garia near Calcutta or, alternatively, if you kindly write to the Shaktibad Ashram, we will arrange to send the literature to you direct. We do hope that you would pay a visit to our Asharam when you come to India next time.

Your Questions:-

1) WHY DO THE PEOPLE OF INDIA HAVE SUCH VENERATION FOR THE RIVERS GANGA AND YAMUNA?

Answer:-

Waters of the Ganga River which emanates from the snow–capped Himalayas irrigate the vast track of the Indo-Gangetic plains and are mainly responsible for the

agricultural wealth of India. Waters of the Ganga River are deemed to have prophylactic and therapeutic powers. It has been observed that germs or bacteria do not grow in Ganga waters even if they are kept in a bottle for years together. Patients suffering from erratic blood-pressure are advised by physicians to take a dip in the Ganga every morning as this daily bath in the Ganga has been widely observed to be a stabilizer of blood-pressure.

Incidentally Ganga is not a natural river. According to an ancient tradition it is an artificial canal which was excavated thousands of years ago under the guidance of Bhagiratha, a prodigy in irrigation engineering, who charted the entire course of the Ganga from its Himalayan source known as Gangotri to its confluence with the Bay of Bengal, known as Gangasagar (Sagar means Sea). According to the ancient Indian tradition referred to above, Bhagiratha brought down the fertilizing waters of the Ganga from the Himalayas with a view to resurrecting sixty thousand sons of King who were reduced to ashes by the lethal rays emanating from the bows of an ascetic Kapil Muni who got enraged by their outrageous behaviour. According to the same tradition, the tremendous force of the onrushing waters of the Ganga cascading the Himalayan peaks was absorbed by Lord Shiva who bore the impact on His head which was covered with matted locks. The Ganga thus tamed by Lord Shiva started flowing peacefully through the Indo-Gangetic plains, fertilizing the vast terrains on either bank, while moving towards the Bay of Bengal.

Thus tradition and proven healing powers (which deserve to be investigated by a multi-disciplinary team of scientists for identifying the factors responsible for this quality) of Ganga waters have combined to invest this river with a spiritual divinity and She is addressed by millions of Indians as Ma (i.e. Mother) Ganga. Every year on the 14th January (which coincides with 'MAKAR SANKRANTI' day i.e. crossing of the Tropic of Capricorn by the Sun) a big fair is organised near the confluence of the Ganga and the Bay of Benigal to commemorate the episode of resurrection of the sixty thousand princes who were destroyed by Kapil Muni.

The river Yamuna is associated with Shri Krishna who gave the world the eternal message which is enshrined in the world famous book 'Geeta' which is read with great devotion by millions of people the world over for deriving inspiration from its lofty message. Shri Krishna who is regarded by the Indians as a divine incarnation was the Central figure of the epic Mahabharata of which 'Geeta' forms a part. Shri Krishna spent a few crucial years of his career in Mathura, which is located on the banks of the Yamuna which was consecrated by its association with Sri Krishna who was born in Mathura. Thus Ganga and Yamuna which are regarded as sacred rivers are given the place of honour in the hymn or Mantra chanted by Indians while using water in the spiritual practices. The Sanskrit Mantra runs as follows: 'Gange cha Yamune Chaiva Godabori Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jaleshmin Sannidhing Kuru' which means 'Oh the waters of Ganga, Yamuna, Godabori, Saraswati, Narmada, Sindhu, and Kaveri, you all please come and consecrate this water'. Water which is used as an essential medium in spiritual practices, being conducive to the attainment of peace, is thus sought to be purified by chanting the above Mantra.

The Ganga, The Brahmaputra and the five rivers of the Punjab constitute the famous Sapta-Sindhu. The territory watered by these seven rivers has been rendered holy through the performance of austerities by many a Rishi (Seer), Yogi, Muni (hermit) and Tapaswi in this area of Sapta-Sindhu. A great civilization was founded by these holy

people. The fundamentals of that civilization are destruction of Asurvad (Brutality) and attainment of Self-knowledge. Those who get agitated at the very mention of Sapta-Sindhu civilization are all fond of placating Asuras (Brutes). Sapta-Sindhu civilization is Hindu civilization. Two mighty currents of Sapta-Sindhu have flowed through Vanga Desh (Bengal). Vong (Sanskrit word) means water and Ga (Sanskrit word) means going. The territory to which water goes is known as Vanga Desh (Bengal). Noble souls came to the holy land of Sapta-Sindhu from all corners of India and the world, and after having performed austerities they went to many countries of the world to spread the Sapta-Sindhu civilization by founding temples and monasteries. In this way the Shiva temple at Mecca was founded along with the Panchayet on the model of the Vishwanath temple at Kashi (Benaras).

2) WHY DOES SHIVA HAVE A SNAKE ROUND HIS NECK?

Answer:-

In Indian spiritual tradition the snake has been used as a powerful symbol for explaining the inwardness of the esoteric spiritual practice aimed at having access to cosmic consciousness. The physiological basis of all yogic practices is the cerebro-spinal system. The brain complex of homo-sapiens (human race) is made up of the cerebrum, middle brain, the cerebellum and the medulla oblongata which joins the spinal column with the brain. In spiritual terminology, the cerebrum is known as Sahasrar (a lotus with a thousand petals or a centre from which emerge a thousand radii) and the middle brain which is covered by the cerebrum like an umbrella is known as 'Shiva Pinda' (i.e. Mound of Shiva). Along the spinal column, there are six major centres or vortices of energy known as 'Chakras' (wheels) in yogic terminology. These chakras are represented by lotuses having varying number of petals.

The potential energy locked in the 'Muladhar Chakra' which is located near the bottom of the spinal column is compared to a coiled serpent which is in slumber. As a result of Shat Chakra Sadhana (i.e. Spiritual practice connected with six vortices of energy), the coiled serpent is roused and starts moving upward along the spinal column till it reaches the 'Sahasrar', enabling the spiritual seeker to get the desired enlightenment. The potential psychic energy becomes kinetic and brings about cosmic consciousness. The entire process is compared to the movement of a serpent. The cosmic consciousness is technically known as 'Shiva Chaitanya' (i.e. Shiva consciousness). Shatchakra Sadhna enables a 'JIVA' (i.e. an ordinary human being with limited consciousness and ego) to become 'Shiva', to merge with Shiva Chaitanya or cosmic consciousness, shedding his ego through the process known as rousing of the serpent powers or release of coiled energy, i.e. 'Kundalini Shakti'.

This esoteric spiritual tradition has been beautifully symbolized by the emblem of 'Shiva Linga'. In the traditional 'Shivalinga' emblem there is a pedestal on which is embedded a rounded protuberance with a snake coil round it and covering the hemispherical protuberance with its hood. The leaf-shaped pedestal always points to the North. Sometimes a water filled pot with a small aperture at the bottom is hung over the protuberance to allow drops of water to fall on to the protuberance. The inner significance of the symbology is that the pedestal is the Agna Chakra which corresponds to the horizontal cross section of the cerebrum on a level with the eyebrows. The rounded

protuberance represents the middle brain or 'Shiva Pinda' while the hood of the snake represents the cerebrum, the tail of the snake representing the spinal column.

The 'Shiva Linga' emblem thus represents the cerebrospinal system in a nutshell, as this system provides the physiological basis of Shat Chakra Sadhana. As the spiritual aspirant performs his Sadhana (Spiritual practice) while facing the north, in order to get the help of the magnetic lines of force ranged from the north to the south, the pedestal of Shiva Linga, representing Agna Chakra also faces the north. Water is allowed to drip on to the 'Shiva Pinda' to stimulate the cerebral secretion which seeps down to the middle brain or Shiva Pinda. This has been compared to the cascading of the Ganga Waters on to the crown of Shiva as already mentioned in the reply to question No. 1. The Sanskrit word 'Linga' has many meanings ranging from sky to astral body to phallus to gender to merger. In 'Shiva Linga' the word 'Linga' means 'merger' (Leenam Gachchati leeyate: Sanskrit words meaning 'getting merged') of the individual of 'Jiva' consciousness with cosmic or 'Shiva' consciousness.

There are many people including quite a few Indians who make the silly mistake of looking upon 'Shiva Linga' as a phallic symbol. A phallic symbol is associated with the process of creation but Shiva according to the ancient Indian tradition, is associated with Pralaya i.e. destruction or dissolution or return of all things to their primordial state. Among the Indian trinity of God-heads, BRAHMA is associated with creation, VISHNU with preservation and SHIVA with destruction or merger with the primordial state.

The serpent coiled round the neck of Shiva thus represents the cosmic channel along the spinal column of a human being aspiring for 'Shiva' consciousness which is located in his brain. 'Shiva' is the human brain; the serpent is the path of evolution of a human being who evolves to divinity through the six vortices of energy along the spinal column. If Shiva is made the centre of human endeavour, divine qualities (Daivi Sampad : Sanskrit words) beneficial to society, will effloresce in a human personality. If 'Shiva' is not made the centre, negative traits harmful to the society will emerge in a human personality. If the snake is delinked from Shiva, it disgorges poison which destroys the human society. Shiva alone can drink that poison (Shiva is called 'Neel Kantha' i.e. one whose throat has become blue with white poison) and transmute it into nectar to protect the society and preserve the world peace. Ideologies that dispense with 'Shiva' make for unhappiness, anxiety, frustration and turmoil the world over.

It may be mentioned here that the serpent, a member of the reptile family, which shows great power of concentration, is regarded as a yogic creature. Its entire body and bones are arranged in a concentrated line from the top of the brain to the tip of its tail. It can live without food for long periods and its breathing remains regular. Spiritual aspirants, after they have achieved considerable progress in 'Shat Chakra Sadhana', start hearing 'cosmic sound' (Anahata Nad – Sanskrit words meaning sound which is not caused by object's striking against each other) – a continuous sound of an enchanting variety which some are inclined to call – 'Music of the Spheres'. Snakes become attracted to persons who hear 'Cosmic Sound', Shiva being the legendary doyen among the yogis, it is but natural to find a snake coiled round his neck.

Our reply has become rather lengthy as a proper appreciation of 'Shiva and the snake' will help unravel the mystery surrounding Indian culture and civilization.

3) WHY IS THERE LOTUS IN EVERY IMAGE?

Answer:-

All images of divinity represent various states of human consciousness aspiring for merger with cosmic consciousness. The diverse states of consciousness centre round the various vortices of energy or chakras referred to in the reply to question no 2. The chakras are invariably represented by lotuses of varying numbers of petals. This will explain why images of Gods or divinities have lotuses. Spiritual evolution makes for peace and happiness. Indian tradition symbolizes peace by a lotus. Lotuses are thus ubiquitous in the spiritual realm. Apart from the energy vortices along the spinal column which are symbolized by lotus the images of Vishnu (God of preservation) and Surya (Sun-God) display lotuses. Vishnu has four hands displaying a Conch-shell, a discus, a mace and a lotus. The conch-shell represents the mass media as the blowing of a conch is heard from a long distance by many people. The object of the mass media should be to alert people about incipient disruptive forces which are out to exploit the human society, so that such forces may be nipped in the bud by the awakened people. The discus or chakra represents the organizational structure of a society which is basically hierarchical and is grouped round a central authority. The society should be organized in such a manner that it becomes invulnerable to alien forces. The mace represents the military might. Armed preparation is essential for protecting the society when there is confrontation with reactionary forces which stand in the way of evolution of a human society. If an administrator of a human society which is symbolized by Vishnu, discharges satisfactorily the collective duties of alerting the people (cf. Eternal vigilance is the price of liberty), organising them properly and keeping the army in proper trim, then peace and prosperity, symbolized by the lotus held in the remaining hand of Vishnu, descends upon the society.

The image of Surya representing Education Dept. or knowledge holds lotuses in two out of the four hands. Knowledge leads to peace which is symbolized by lotus. As the sun dispels darkness and sheds radiance on all quality, so also the Education Dept. should model its activities on the same principles. If the spiritual dimension of men is ignored in an educational system, the society becomes a prey to indiscipline. Those who seek to build up a healthy society should keep in mind that animals may be tamed by wielding a stick but evolution of human consciousness cannot be brought about by application of force. Affection and respect alone are conducive to the efflorescence of a human personality.

We fervently hope that your questions stand adequately answered in the above paragraphs.

A line acknowledging this letter will be deeply appreciated.

With regards,

Yours Sincerely,

AMITABHA GHOSH
Shaktibad Ashram
Garia Station Road,
Calcutta - 700084

Dated, Calcutta
The 29th December, 1986.